নাম করন দেশে দেশে , নাম করন ও হরন আমাদের দেশে এবং এর শেষ কোথায়?

ইউরপীয়রা যখন আমেরিকা আবিস্কার করে তখন সেখানকার আদিবাসীদের 'রেড ইন্ডিয়ান' নাম দেন এবং তারা সেই 'ইন্ডিয়ান' বা 'আমেরিকান ইন্ডিয়ান' নামেই পরিচিত আছে, যদিও ইন্ডিয়ার সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নাই। কলম্বাস নতুন মহাদেশ আবিস্কার করলেও, পরবর্তীতে নতুন মহাদেশের নাম কলম্বিয়া না হয়ে আমেরিকা হয়। তাই নিয়ে আমেরিকানদের কোনো মাথাব্যাথা নেই, নাম পরিবরতনের চিন্তা তো দূরের কথা! সারভেয়ার রাধানাথ শিকদার পৃথিবীর সর্বচ্চ শৃংগের নাম দেন তারই বসের নামে, Mount Everest! নেপাল সরকার এখনও তা পরিবর্তন করেন নাই বা করবেন বলে মনেও হয় না। খুব জরুরী না হলে কোনো দেশে নাম পরিবর্তন করা হয় না। আসলে, নামে তেমন কিছুই আসে যায় না।

একই সাথে আমরা দেখি, নতুন প্রজন্মকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার জন্য, ইতিহাসের প্রয়োজনে, দেশ স্বাধীনতা লাভের পর নাম পরিবর্তন এর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাই ভিক্টরীয়া পার্ক হয় বাহাদুর শাহ পার্ক, আইয়ুব গেইট হয়, আসাদ গেইট। আমেরিকায় নিউ আমস্টাডার্ম নাম বদলে হয় নিউইয়র্কে, হল্যান্ড টানেল হয়ে যায় লিংকন টানেল। অনেক দেরীতে হলেও, কয়েক বছর আগে তাই মাদ্রাজ হলো চেন্নাই, বম্বে হলো মুম্বাই (better late, than never)। আর প্রতিহিংসার বশে নাম বদল করলে তাতে হাস্যকর প্ররিস্থীতির সৃষ্টি হয়, হিতে বিপরিত ও হতে পারে। ইরাক আক্রমনের আগে, আমেরিকায়, French Fry কে Freedom Fry নাম করনের হাস্যকর অপচেষ্টা তারই প্রমান ।

স্বাধীনতার পর একই কারনে, জিন্নাহ হ্ল হয়েছিল সূর্যসেন হ্ল, second capital হয়ে গেল শেরে বাংলা নগর, Race course হয়েছিল সোহরোয়ার্দী উদ্দ্যান। ৭২ এ অবিসম্বাদিত নেতা হওয়া সত্তেও বঙ্গবন্ধুর নামে ঢাকায় শুধু জিন্নাহ এভেনিউ নাম বদলে বঙ্গবন্ধু হয়। তখন চাইলে বঙ্গবন্ধুর নামে নগর, উদ্দ্যান এবং এয়ারপোর্ট সব কিছুই হয়ে যেত। তখন কেউ তার কোনো প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি।

১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমান এর মৃত্যুর পর, বি এন পি সরকার, Dhaka International Airport, Ashugaung Fertiliser কে Zia International Airport ও Zia Fertiliser নাম করন করেন। ১৯৯৬ এ আওয়ামী লিগ এক টার্ম ক্ষমতায় থাকার পরও সেই নাম পরিবর্তন করেন নাই। একই সাথে আওয়ামী লিগ ১৯৭৫ এর পর বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলার অপচেস্টার কথাও ভূলতে পারেনি। (৭৫ এর পর অনেক দিন বঙ্গবন্ধুর নাম বলা যেত না। সেই দমবদ্ধ অবস্থায়, ১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারীতে বাংলা একাদেমীর অনুর্ঠানে, সাহসী কবি নির্মলেন্দু গুন প্রথম তার কবিতায় 'শেখ মুজিবের কথা' বলেন!)। প্রফেসর মাতিন চৌধুরী গঠন করেন বঙ্গবন্ধু পরিষদ। সবই হয় স্বতস্ফুর্ত ব্যাক্তি প্রচেষ্টায়।

১৯৯৬ এ তাই বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর প্রথম বারের মত ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ ও বি, এন, পি র পথ অনুসরন করে। বঙ্গবন্ধুর নামে সেতু, নভো থিয়েটার, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় নাম করন করেন। কিন্তু, সেই সময়, Zia International Airport ও Zia Fertiliser এর নামের কোনো পরিবর্তন করা হয় নাই। অথচ ২০০১ সালে বি এন পি সরকার সংকীর্ন মনের পরিচয় দিয়ে বঙ্গবন্ধুর নামের সেতু, নভো থিয়েটার এর নাম হরন করেন, শুধু তাই নয়, পুলিশের মনগ্রাম থেকে নৌকা সরিয়ে ফেলা হয়! এরই মধ্য দিয়ে নাম করন পরিবর্তিত হয়, নাম হরনে! ২০০৮ সালে নির্বাচনে জয়লাভের পর আওয়ামী লীগ ও, 'now its my turn' বলে নাম হরনে কোমড় বেধে নেমে পড়ে। কিছুদিনের মধ্যেই Zia International Airport হয়ে যাবে Hazrat Sah Jalal International Airport ! বি এন পি ও বলছে, আমাদের সময় ও আসবে।

এর শেষ কোথায়? It's really MAD!
স্নায়ু যূদ্ধের সময় (during cold war), MAD (Mutual Assured Destruction) কথাটি খুবই প্রচলিত এবং অর্থবহ ছিল দুই কারনে, প্রথমত এতে দুই পক্ষই ধংস্ব হয়ে যাবে, দ্বিতীয়ত এই ধরনের যূদ্ধ হবে এক ধরনের পাগলামী। শুধু মাত্র এই কারনেই পারমানবিক যূদ্ব সংঘঠিত হয় নাই দুই পরাশক্তির মদ্ধে। বোধহয়, সেই জন্যই বলা হয়ে থাকে, 'বুদ্ধিমান শত্রু, বোকা বন্ধুর চেয়ে ভাল'! আর বোকা শত্রুর কাজ হল, 'নিজের নাক কেটে, অন্যের যাত্রা ভঙ্গ করা'।

অদ্ভূত মিল হলেও, আমাদের দেশের দুই প্রধান দল এই সহজ ব্যাপারটা বুঝতে চান না! আমাদের দেশের এই নাম 'করন ও হরন' এর এই দুস্ট চক্র (vicious cycle), থেকে তারা বের হতে পারছেন না! It's really MAD! এক ধরনের আত্মহনন বা পাগলামী ছাড়া আর কিছুই নয়।অবিলম্বে এটা বন্ধ করা প্রয়োজন। কিন্তু কি ভাবে?

ঘন্টা বাধবে কে?

আওয়ামী লীগকেই নিতে হবে অগ্রগামী ভূমিকা, কারন ইতিহাস আওয়ামী লীগ এর পক্ষেই কথা বলে। ৭৫ থেকে ৯৬, ২১ বছরের সকল অপচেস্টা রুখে, আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধু আরো সমুজ্জল। বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলার সাধ্য কারো নাই। দুই চারটা সেতু আর ভবন আর হাজার পিলার এর দরকার নাই বঙ্গবন্ধুকে তুলে ধরার। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, ততদিন বঙ্গবন্ধু থাকবেন। তাই কবি বলেছেন, 'যতদিন রবে পদ্মা, মেঘনা, যমূনা, গৌরী বহমান, ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান'।

তাই আওয়ামী লীগকেই, প্রথম উদারতা দেখাতে হবে এবং প্রকাশ্যে ঘোষনা দিতে হবে যে, তারা ক্ষমতায় থাকা সত্তেও, বিগত বি এন পি সরকারেরর মত সেতু, বিমান বন্দর, নভো থিয়েটার এর নাম হরন বা নাম পরিবর্তন করবেন না এবং আশা করবেন বি এন পি ও ভবিষ্যতে এক ই ভদ্রনীতি (Gentleman's agreement) অনুসরন করবে।

২০০৮ এর নির্বাচনের পর এতদিনে বি এন পি'র নিশ্চয়ই বোধদয় হয়েছে বা হওয়া উচিত যে, আওয়ামী লীগ কে এখন আর ২১ বছর অপেক্ষা করতে হয় না বা হবেনা আবার ক্ষমতায় আসতে। ৭৫- ৯৬ এর দিন শেষ, খুনীদের রাষ্ট্রদূত, সংসদ সদস্য হওয়ার দিন চিরতরে শেষ! দেরীতে হলেও এখন অপরাধিকে দাড়াতে হয় আসামীর কাঠগড়ায়, শাস্তি পেতে হয় । They can run but they can't hide!

সময় বদলে গ্যাছে,সাধারন মানুষ প্রতিহিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না, তারা বিশ্বাস করে আইনের শাসনে। শেখ হাসিনা এবং খালেদা জিয়া দুজনেই দুই দুইবার প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। তারা দুই জনই বঙ্গবন্ধু ও জিয়াউর রহমান এর চেয়ে বেশী সময় ধরে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন বা করছেন। তারা এখন আর অনভিজ্ঞ গৃহবধু নন। স্যাটেলাইট টেলিভিষন আর তথ্যপ্রযুক্তির যুগে, সাধারন মানুষ এখন অনেক বেশী সচেতন, তারা আশা করেন, দুই নেত্রীর আচরন হবে অনুকরনীয়, আর নেতৃত্ব হবে দূরদর্শী, মাহাথির মহম্মদের মত! তাই নাম পরিবর্তনের এই খেলায় এখন আর কেউই জয়ী হতে পারবে না। It's a lose lose situation for both parties. এই সহজ কথাটি যত তারাতাড়ি দুই দলের বোধ্যগম্য হবে, দেশ ও জাতির জন্য ততই মঙ্গল।

নাজমুল আহসান শেখ, প্রকৌশলী, রাজনৈতিক বিশ্লেষক, সিডনী
victory1971@gmail.com